গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অডিট শাখা
পরিবহণ পুল ভবন (কক্ষ নং-৯১২)
www.tmed.gov.bd

পত্র সংখ্যা- ৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.১১২.১৪-৫৫

তারিখঃ ০২ ফাল্গুন ১৪২৭ ব.
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রি.

বিষয়ঃ কনটেম্পট পিটিশন নং-১৫১/২০১৪ (রিট পিটিশন নং-৩১৭৮/২০১১ হতে উদ্ভুত) মামলার বিষয়টি নিষ্পত্তির নিমিত্ত কনটেম্পট পিটিশনার কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামতসহ উক্ত কনটেম্পট মামলার বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য টিএমইডিতে তথ্যাদি প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্রঃ
(১) বামাশিবো'র স্মারক নং- ১৮৫/৮/এ-৮ (বাস্তবায়ন)/২০০৪, তারিখ: ২৭/১১/২০০৪ খ্রি.
(২) মাগুরাডাঙ্গা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা'রস্মারক নং- মা:গু:দা:মা: ৯/১২ , তারিখ: ১৫/০৪/২০১২ খ্রি
(৩) জেলা প্রশাসক, যশোর এর স্মারক নং- জেপ্রকায/শিক্ষা/১অ-২৪/১১/১০৪৩(২), তারিখ: ০২/১১/২০১১ খ্রি.
(৪) জেলা শিক্ষা অফিসার, যশোর এর স্মারক নং- ২২৭৬/৫, তারিখ: ০২/১১/২০১১খ্রি.
(৫) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কেশবপুর এর স্মারক নং- উনিঅ/কেশব/৮-৯১/২০১১/১১১২/১(২), তারিখ: ০৫/০৯/২০১১ খ্রি.
(৬) বামাশিবো'র স্মারক নং- বামাশিবো/প্রশা/১৭৯২/৫/যশোর-১২৯, তারিখ: ১৭/০৮/২০১১খ্রি.
(৭) বামাশিবো'র স্মারক নং- বামাশিবো/প্রশা/২৪৪৪/যশোর-১২৯, তারিখ: ২২/১২/২০১১খ্রি.
(৮) মাউশিঅ'র স্মারক নং- ১জি/৬৭৪বি:/১১/৬৮৯/৪ বিশেষ, তারিখ: ০৭/০২/২০১২খ্রি.
(৯) জেলা শিক্ষা অফিসার, যশোর এর স্মারক নং- ২৫৪, তারিখ: ১৬/০২/২০১২খ্রি.
(১০) বামাশিবো'র স্মারক নং- বামাশিবো/প্রশা/যশোর-১২৯/১৬০৪/৪, তারিখ: ২৪/০৪/২০১৪খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলাধীন মাগুরাডাঙ্গা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা'য় জনাব মো: আ: হাকিম গত ০১/১২/১৯৯৫ খ্রি. তারিখে সুপার পদে যোগদান করেন। তিনি এমপিওভুক্ত এবং ইনডেক্স নং-৩৭৪৫৪৪।

২। সুপার পদে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় গত ১৯/১০/২০০২খ্রি. তারিখে কোন অভিযোগ ও কারণ দর্শানো নোটিশ ছাড়াই তৎকালীন গভর্ণিং বডি কর্তৃক তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় এবং ২৩/১১/২০০৪খ্রি. তারিখে চুড়ান্ত বরখাস্তের অনুমোদনের জন্য বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয় মর্মে দাখিলকৃত আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে ।

৩। প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে বামাশিবো কর্তৃক গত ২৭/১১/২০০৪খ্রি. তারিখে সূত্রোক্ত (১) নং স্মারকমূলে সুপার এর চুড়ান্ত বরখাস্তের অনুমোদন দেয়া হয়। বামাশিবো'র উক্ত বরখাস্ত অনুমোদন পত্রের বিরুদ্ধে সুপার. জনাব মো: আ: হাকিম কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং-৬৮৫৫/২০০৪ মামলা দায়ের করা হয়।

৪। মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক উক্ত রিট মামলার জবাব না দিয়ে সুপার জনাব মো: আ: হাকিম এর বিরুদ্ধে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, কেশবপুর, যশোর- সি.আর কেস নং-৩৯৬/২০০৫ দায়ের করা হয়। উক্ত ফৌজদারী মামলায় ২৪/০৭/২০০৮খ্রি. তারিখে বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক জনাব মো: আ: হাকিম-কে নির্দোষ ঘোষণা করে নিম্নরুপ রায়/আদেশ প্রদান করা হয়-

" Hence, it is ordered, that the accused Abdul Hakim found not guilty and he is hereby acquitted of the charge brought against him he be set free if not wanted in connection with any other case. He and his sureties are discharged from the liability of the bail bonds.

৫। উক্ত রায়ের প্রেক্ষিতে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক গত ৩০/০৭/২০০৯খ্রি. তারিখে জনাব মো: আ: হাকিম-কে সুপার পদে বহাল করা হয় এবং ০১/০৮/০৯ তারিখে স্বপদে যোগদান করেন। ফলে জনাব আ: হাকিম কর্তৃক বামাশিবো'র সূত্রোক্ত (১) নং স্মারকের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-৬৮৫৫/২০০৪ মামলাটি প্রত্যাহার করে দায়িত্ব পালন ও বেতন-ভাতা পেতে থাকেন মর্মে আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬। গত ৩০/০৭/২০০৮খ্রি. তারিখে সুপার পদে জনাব মো: আ: হাকিম পুন:বহাল হয়ে দায়িত্বে পালনরত থাকা অবস্থায় প্রায় ০৩ (তিন) বছর পরে গত ১২/০২/২০১১খ্রি. তারিখে সূত্রোক্ত (২) নং স্মারকের মাধ্যমে তৎকালীন এডহক কমিটির সভাপতি কর্তৃক বামাশিবো এর গত ২৭/১১/২০০৪খ্রি. তারিখের সূত্রোক্ত (১) নং স্মারকে অনুমোদিত পত্রমূলে (যে স্মারকটি ইতিমধ্যে ফৌজদারী মামলা আদেশমূলে বাতিল হয়েছে) সুপার-কে চুড়ান্তভাবে বরখাস্তসহ অব্যাহতি প্রদান করে সহকারী সুপার-কে ভারপ্রাপ্ত সুপারের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

৭। এডহক কমিটির সভাপতি কর্তৃক গত ১২/০২/২০১১খ্রি. তারিখের উক্ত অব্যাহতি পত্রের বিরুদ্ধে সুপার জনাব মো: আ: হাকিম কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে আরেকটি রিট পিটিশন নং-৩১৭৮/২০১১ মামলা দায়ের করা হয়। উক্ত রিট মামলায় সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ডিজি, মাউশিঅ, চেয়ারম্যান, বামাশিবো এবং প্রতিষ্ঠানের সভাপতিসহ মোট ১০ (দশ) জনকে রেসপনডেন্ট করা হয়।

৮। রিট পিটিশন নং-৩১৭৮/২০১১ মামলার ২৫/০৪/২০১১ খ্রি. তারিখের আদেশে মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক সুপার জনাব মো: আ: হাকিম-কে প্রতিষ্ঠান হতে অব্যাহতি প্রদানের আদেশটির উপর স্থগিতাদেশ প্রদান করা হয়। উক্ত স্থগিতাদেশ এর ফলে জনাব মো: আ: হাকিম এর আবেদনের প্রেক্ষিতে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানে সুপার পদে বহাল করার জন্য জেলা প্রশাসক, যশোর কর্তৃক ০২/১১/১১খ্রি. তারিখে সূত্রোক্ত (৩) নং স্মারকে এবং একই বিষয়ে নির্দেশনা দিয়ে জেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক সূত্রোক্ত (৪) নং স্মারকমূলে উপজেলা, নির্বাহী অফিসার, কেশবপুর, যশোর-কে নির্দেশনা দিয়ে পত্র জারি করা হয়। ইতিপূর্বে ইউএনও কেশবপুর কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা বাস্তবায়ন করার (জনাব মো: আ: হাকিম-কে সুপার পদে বহাল করা) জন্য প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বরাবর সূত্রোক্ত (৫) নং স্মারকমূলে পত্র প্রেরণ করা হয়।

৯। একই বিষয়ে জনাব মো: আ: হাকিম-কে তর্কিত প্রতিষ্ঠানের সুপার পদে বহাল করার জন্য বামাশিবো হতে ১৭/৮/২০১১খ্রি. তারিখে সুত্রোক্ত (৬) নং স্মারকে প্রতিষ্ঠানের সভাপতিকে নির্দেশনা দেয়া হয়। উক্ত আদেশ প্রতিপালন না হওয়ায় গত ২২/১২/২০১১খ্রি.তারিখে সূত্রোক্ত (৭) নং স্মারকে প্রতিষ্ঠানের সভাপতিকে পুনরায় পত্র দেয়া হয়।

১০। উক্তরুপে স্থগিতাদেশ এর ফলে জনাব মো: আ: হাকিম-কে মাদ্রাসায় যোগদান, কাজের অনুমতিসহ বেতন-ভাতাদি প্রদান করার জন্য জেলা শিক্ষা অফিসার, যশোর এবং প্রতিষ্ঠানের সভাপতি-কে নির্দেশনা দিয়ে মাউশিঅ হতে ০৭/০২/২০১২খ্রি. তারিখে সূত্রোক্ত (৮) নং স্মারকে পত্র জারি করা হয়। উক্ত পত্রের আলোকে সুপারকে কাজে যোগদানের অনুমতি প্রদান করে জেলা শিক্ষা অফিসার, যশোর কর্তৃক ১৬/০২/২০১২খ্রি. তারিখে সূত্রোক্ত (৯) নং স্মারকে উক্ত পত্রটি পৃষ্ঠাংকন করে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও সুপারকে (ভারপ্রাপ্ত)-কপি প্রদান করা হয়।

চলমান পাতা নং-০২

১১। উক্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে তৎকালীন সভাপতি কর্তৃক জনাব মো: আ: হাকিম-কে কাজে যোগদানের অনুমতি প্রদান ও বেতন-ভাতা প্রদান করা হয়। কিন্তু মাদ্রাসার নবনিযুক্ত সভাপতি ও সহকারী সুপার বে-আইনীভাবে জনাব মো: আ: হাকিম-কে সুপারের দায়িত্ব পালন করতে দেয়া হয়নি মর্মে আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

১২। উল্লেখ্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি কর্তৃক গত ১২/০২/২০১১খ্রি. তারিখে প্রদত্ত অব্যাহতি পত্রের বিরুদ্ধে জনাব মো: আ: হাকিম কর্তৃক দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-৩১৭৮/২০১১ মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক গত ০৩/১০/১৩খ্রি. তারিখে প্রদত্ত রায়/আদেশে কোন রকম বাধা প্রদান বা বিলম্ব ছাড়াই বরখাস্তকৃত পিটিশনার -কে সুপার হিসেবে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখাসহ চেয়ারম্যান ও রেজিস্ট্রার, বামাশিবো-কে নির্দেশনা দিয়ে প্রতিপক্ষগণের প্রতি নিম্নরূপে নির্দেশনা প্রদান করা হয়-

"Given the facts above, this Court is now inclined to dispose of the Rule with a specific direction upon the Chairman and Registrar of the Bangladesh Madrasah Education Board the Respondent Nos. 3 and 4 respectively to fully acquaint themselves with the facts and circumstances of the second round of appointment and termination of the Petitioner as sought th be effected by the impugned Order and duly arrive at a final decision on the Petitioner's fate within a period of 3 (three) months from the date of receipt of a certified copy of this Judgment and order. Until such time, and in the interest of justice, it stands to reason to direct all the respondents to allow the petitioner to continue to discharge his function as a Superintendent of the Madrasah without late or hindrance. In the result, The Rule is disposed of with the directions above.

১৩। রিট মামলার উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের তৎকালীন ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি জনাব মো: লিয়াকত আলী মোড়ল কর্তৃক মহামান্য আপীল বিভাগে সিপিএলএ নং-১১৫৪/২০১৩ মামলা দায়ের করা হয়। উক্ত আপীল মামলায় মহামান্য আপীল বিভাগ কর্তৃক ২০/১১/২০১৩ খ্রি. তারিখে No order মর্মে আদেশ প্রদান করা হয়।

১৪। উক্ত রায়ের পরে বর্ণিত সুপার এর দ্বিতীয় বার চাকুরীতে নিয়োগ ও অপসারণের বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত করার জন্য বামাশিবো কর্তৃক ২৪/০৪/১৪খ্রি. তারিখে সূত্রোক্ত (১০) নং স্মারকমূলে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত তদন্ত কমিটি কর্তৃক এ মর্মে মতামত প্রদান কর হয় যে, **"বৈধ সভাপতি হওয়ার পূর্বেই জনাব মো: লিয়াকত আলী মোড়ল কর্তৃক সুপার পদে (বরখাস্তকৃত) জনাব মো: আব্দুল হাকিমকে বিধি বিধান না মেনে ২য় বার নিয়োগ দিয়ে অপরাধ করা হয়েছে। তাঁর এহেন কর্মের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করে বোর্ডকে অবহিত করা এবং জনাব মো: লিয়াকত আলী মোড়ল যাতে বোর্ডের অধীনে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত ও মনোনীত না হতে পারেন সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে"।**

১৫। এ ছাড়া তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মো: আব্দুল হাকিম এর বিষয়েও কতিপয় অসদাচরণ এবং অপকর্মের বিবরণসহ সুপারের ২য় বার নিয়োগ আইনগত ভাবে ভিত্তিহীন ইত্যাদি মন্তব্য প্রদান করা হয়েছে।

১৬। উল্লেখ্য- জনাব মো: আব্দুল হাকিম কর্তৃক দায়েরকৃত রিট মামলায় (৩১৭৮/২০১১) মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক.. direct all the respondents to allow the petitioner to continue to discharge his function as a Superintendent of the Madrasah without let or hindrance মর্মে রায়/আদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সিপিএলএ নং-১১৫৪/২০১৩ মামলাটিতে No order মর্মে আদেশ প্রদান করা হয়েছে।

১৭। রিট এবং আপীল মামলার রায়/আদেশের পরেও (মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃক সম্পন্ন হওয়া তদন্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান) প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সুপার কর্তৃক মহামান্য আদালতের রায় এবং সরকারি কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অমান্য করে সুপারের দায়িত্ব পালন করতে না দেয়ায় জনাব মো: আ: হাকিম কর্তৃক কনটেম্পট পিটিশন নং-১৫১/২০১৪ (রিট পিটিশন নং-৩১৭৮/২০১১ হতে উদ্ভূত) মামলা দায়ের করা হয়। উক্ত কনটেম্পট মামলায় ড. মো: সাদিক, সচিব শিক্ষা মন্ত্রণালয়-কে ১নং জনাব কে.এম সাইফুল্লাহ, চেয়ারম্যান, বামাশিবো-কে ২নং এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাবেক সভাপতিসহ মোট ১০ (দশ) জনকে রেসপনডেন্ট কনটেম্পটনর করা হয়েছে।

১৮। উল্লিখিত প্রেক্ষাপটে রিট ও আপীল মামলার রায়ের কপি ও অন্যান্য তথ্য প্রমাণকসহ পিটিশনার কর্তৃক সুপার পদের দায়িত্ব প্রদানসহ বকেয়া বেতন-ভাতাদি পাওয়ার জন্য সচিব, টিএমইডি বরাবর আবেদন করা হয়েছে। দীর্ঘদিন উক্ত প্রতিষ্ঠানে কোন কমিটি নেই মর্মেও আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯। উল্লেখ্য যে, জনাব মো: আ: হাকিমের (চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ ও সুপারের দায়িত্ব পালন করতে না দেয়া ইত্যাদি) বিষয়ে টিএমইডি হতে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি কর্তৃক কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে অথচ কনটেম্পট মামলা হয়েছে সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর বিরুদ্ধে।

২০। যেহেতু উল্লিখিত বিষয়ের কারণে আবেদনকারী জনাব মো: আ: হাকিম কর্তৃক কনটেম্পট পিটিশন নং-১৫১/২০১৪ (রিট পিটিশন নং-৩১৭৮/২০১১ হতে উদ্ভূত) মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং এখনো চলমান রয়েছে সেহেতু কনটেম্পট মামলার বিষয়টি নিস্পত্তির নিমিত্ত আবেদনকারীর আবেদনের বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামতসহ উক্ত কনটেম্পট মামলাটির হালনাগাদ তথ্য জানা প্রয়োজন।

২১। এমতাবস্থায়, কনটেম্পট পিটিশন নং-১৫১/২০১৪ (রিট পিটিশন নং-৩১৭৮/২০১১ হতে উদ্ভূত) মামলার বিষয়টি নিস্পত্তির নিমিত্ত আবেদনকারীর আবেদনের বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামতসহ উক্ত কনটেম্পট মামলাটির হালনাগাদ তথ্য আগামি ২৮/০২/২০২১খ্রি. তারিখের মধ্যে টিএমইডি-তে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে মহোদয়-কে অনুরোধ করা হলো।

(মো. আ: খালেক মিঞা)
সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন)
ফোন-৪১০৫০১৫৭।

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড
বকশিবাজার, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে:

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩। অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। অফিস কপি/মাস্টার কপি।